অযৌক্তিক নীতিমালায় গণস্বাস্থ্যেরও অনুমোদন নাই: ডা. জাফরুল্লাহ

সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা এত বেশি অযৌক্তিক যে গণস্বাস্থ্যেরও রেজিস্ট্রেশন নাই বলে মন্তব্য করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম প্রসঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ মন্তব্য করেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আরও বলেন, ‘সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা এত বেশি অযৌক্তিক যে গণস্বাস্থ্যেরও রেজিস্ট্রেশন নেই। গণস্বাস্থ্যেরও মতো একটা হাসপাতালের যদি রেজিস্ট্রেশন না থাকে, তাহলে বোঝা উচিত কোথাও একটা গণ্ডগোল রয়েছে। হয় গণস্বাস্থ্যেরও দোষ আছে, না হয় সরকারের আইন কানুনে ত্রুটি আছে। ’

হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশনের নীতিমালার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে সরকারের যে নীতিমালা আছে, সেটা নিয়ম পালন করতে গেলে শতকরা ৮০ ভাগ হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন পাবে না। সরকারের এ নিয়মে যদি রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তাহলে ঢাকার বাইরের অনেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন পাবে না। ’

তিনি বলেন, ‘হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন না থাকার ফলে ঘুষ দিতে হয়। আমরা ঘুষ দিতে পারি না বলে আমাদের রেজিস্ট্রেশনও হয় না। ’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনীতে সেলাই মেশিন বিতরণ

গাংনীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান ও জাতীয় পার্টি (জেপি)-জেলা সভাপতি আব্দুল হালিমসহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১০ জন উপকারভোগীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেয়া হয় ।

দেশে করোনায় আরও ৩২ জনের প্রাণহানি

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৩৬৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৬১১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৫৫ হাজার ১১৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ২০ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬০৪২ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়।

ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে আজ শনিবার পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছেন এক কোটি ৯৫ লাখ ৪১ হাজারের বেশি মানুষ।

তাদের মধ্যে বর্তমানে ৬২ লাখ ৭২ হাজার ৬৮৯ জন চিকিৎসাধীন এবং ৬৫ হাজার ১৫ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। করোনা থেকে এক কোটি ২৫ লাখ ৪৪ হাজার ৪৮০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম দেখা দেয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাত লাখ ২৪ হাজার ৫০ জন রোগী মারা গেছেন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল ৮ মার্চ, তা দুই লাখ পেরিয়ে যায় ১৮ জুলাই। এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ।

আর ১৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ১৭ জুলাই তা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনে রেকর্ড ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

সূত্র- যুগান্তর

বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে সবসময় প্রেরণা যুগিয়েছেন মা : প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামে সবসময় পাশে থেকে প্রেরণা যুগিয়েছেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গিনী হয়ে সাহস দিয়েছেন, দেশের জন্য কাজ করার। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আর্দশকে ধারণ করে বঙ্গমাতা

সারাজীবন নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই ত্যাগ কখনো বৃথা যেতে দেয়া হবে না। বিলাসী জীবন নয়, বরং অসহায় মানুষের পাশে থাকার শিক্ষা প্রধানমন্ত্রী তার মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছেন বলে জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৫৮ সালে মার্শল ল’ জারি হওয়ার পর আব্বা আলফা ইন্সুরেন্সে চাকরি করতেন। এই দু’বছর আমার মা সংসারের স্বাদ পেয়েছিলেন। কারণ তখন রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হওয়া স্বত্ত্বেও আমার মায়ের কোনো অহমিকা ছিল না।

এরআগে সকালে বনানীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ। শ্রদ্ধা জানানো শেষে, বঙ্গমাতার আত্মার শান্তি ও দেশ জাতির কল্যাণে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ৭৫ এর ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সবার রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মুজিবনগরে বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে সেলাই মেশিন বিতরণ

“বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক” মুজিবনগরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা’র ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১২টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা অডিটোরিয়াম এ মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে ১০ জন মহিলার মাঝে ১০ টি সেলাই মেশিন

বিতরণ করেন।

এসময় উপজেলা তথ্যআপা তানিয়া খন্দকার উপস্হিত ছিলেন।

‘বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ছিলেন বঙ্গমাতা’

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক সহযোদ্ধা।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে শুধু বাঙালির জাতির পিতা আর বাংলাদেশের স্রষ্টাই হননি, তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববরেন্য রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক। আর এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তারই সহধর্মিণী ও বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তার সরকারি বাসভবন থেকে ব্রিফিংকালে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সঙ্গে বিশ্বের আরেক খ্যাতিমান নারী এলিনর রুজেভেল্টের অনেক মিল রয়েছে বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এলিনর রুজেভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের চারবার নির্বাচিত ও দীর্ঘকালীন সময়ের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্কলিন ডি রুজেভেল্টের স্ত্রী। বেগম মুজিব আর এলিনর রুজেভেল্ট দুজনেই শৈশবে তাদের বাবা-মা হারিয়েছিলেন, দুজনেই তাদের চাচাতো ভাইকে বিয়ে করেছিলেন আর দুজনেই তাদের স্বামীর রাজনীতিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

‘তাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

একটা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছিলেন আর এলিনর রুজেভেল্টের ক্ষেত্রে তা হয়নি।’

আওয়ামী লীগের এই নেতা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক, অর্থাৎ, ৭ই মার্চের ভাষণের আগ মুহূর্তে বঙ্গমাতাই জাতির পিতাকে চুড়ান্ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। জাতির পিতার আমৃত্যু সঙ্গী মহীয়সী নারী, দেশের স্বাধীনতাসহ সকল গৌরব অর্জনের নেপথ্য প্রেরণাদাত্রী বঙ্গমাতা মুজিব।

সূত্র- যুগান্তর

‘বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন বঙ্গমাতা’

‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। তিনি কেবল বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীই ছিলেন না, ছিলেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূতও।’

বঙ্গমাতার ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা। যেকোনো পরিস্থিতি তিনি বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা দিয়ে মোকাবেলা করতেন। তিনি কেবল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এ বছর বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’ যা মহীয়সী এ নারীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে গভীরভাবে

সম্পৃক্ত এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মো. আবদুল হামিদ বলেন, দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো স্বামীর পাশে থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান সবই তাঁকে করতে হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন বঙ্গমাতা। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত যে অলিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল স্বাধীনতার ডাক। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গমাতার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী। পার্থিব বিত্ত-বৈভব বা ক্ষমতার জৌলুস কখনও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, গরিব-দুখীদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী- পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। জাতির ইতিহাসে সে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। বঙ্গমাতা আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন রাষ্ট্রপতি।

ওসি প্রদীপের দুই সিন্ডিকেট

টেকনাফের সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাশের ক্রসফায়ার বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত দুটি সিন্ডিকেটের সন্ধান পাওয়া গেছে।

স্থানীয় কয়েকটি সূত্র জানায়, ইয়াবার তকমা দিয়ে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে ও দুর্বলদের ক্রসফায়ার দিতে থানায় নিজের ঘনিষ্ঠ একটি সিন্ডিকেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাবশালীদের একটি সিন্ডিকেট তৈরি করেন প্রদীপ।

তার জন্য দেনদরবার করতেন টেকনাফের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী। তাঁদের মধ্যে রয়েছে টেকনাফ পৌরসভার বাসিন্দা ও সাবেক এমপি আব্দুর বদির ফুফা হায়দার আলী, টেকনাফ সদর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু সৈয়দ এবং পৌর এলাকার জুয়েলারি ব্যবসায়ী সজল। তাঁরা তিনজনই সাবেক এমপি বদির আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজন।

কোনো ব্যক্তিকে আটক করলে ওই তিন ব্যক্তির যেকোনো একজন যোগাযোগ করতেন আটক ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে। তাঁরা মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেন করে আটক ব্যক্তিকে পাঠানো হতো জেলে। তাঁরা বড় বড় ইয়াবা কারবারিকেও টাকার বিনিময়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতেন। এঁদের মধ্যে হায়দার আলীর এক ছেলে প্রথম দফায় আত্মসমর্পণ করেছেন।

বদির ব্যবসায়িক অংশীদার আবু সৈয়দ ও তাঁর ছেলে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধেও রয়েছে ইয়াবা কারবারের অভিযোগ। জানতে চাইলে গতকাল অভিযোগ অস্বীকার করে আবু সৈয়দ বলেন, ‘ভালো লোকজন ধরলে আমি যাইতাম। তবে কোনো কারবার করি নাই।’

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, থানায় ওসি প্রদীপের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে বহাল আছেন এএসআই ফকরুল জামান, এসআই জামসেদ, এসআই সুজিত, কনস্টেবল নাজমুল (ওসির বডিগার্ড), এসআই মশিউর রহমান, এএসআই আমির হোসেন, এএসআই মিসকাত উদ্দিন, কনস্টেবল রুবেল দাশ (‘ক্রসফায়ারে’ সবচেয়ে বেশি গুলি ছুড়েছেন), কনস্টেবল মো. মহিউদ্দিন খান, কনস্টেবল আবদুল আজিজ, এসআই দীপক বিশ্বাস, এএসআই সঞ্জিব দত্ত, কনস্টেবল বাহার উদ্দিন, এএসআই মিঠুন চক্রবর্তী (ওসি প্রদীপের ভাগ্নে), কনস্টেবল সাগর দেব, এএসআই কাজী সাইফ মাহমুদ এবং টেকনাফ

পৌর কমিউনিটি পুলিশিংয়ের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল হোসাইন। তাঁরা ক্রসফায়ারের নামে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করেছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

টেকনাফের ডেইলপাড়ার বাসিন্দা রমজান আলী বলেন, ‘ওসি প্রদীপের সহযোগীরা নিরপরাধ লোকদের মাদক কারবারি বানিয়েছে। তারা অভিযানে গেলে সঙ্গে থাকত একটি করে নোয়া গাড়ি। এসব গাড়ি নিয়ে তারা টেকনাফের আনাচকানাচ চষে বেড়াত এবং লোকজনকে আটক করে রাতে থানায় নিয়ে যেত। কেউ দাবি করা টাকা না দিলে তার ভাগ্যে জুটত বুলেট।’

পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার একাধিক কর্মকর্তা জানান, আত্মীয়-স্বজনের নামে কক্সবাজারের বিভিন্ন পয়েন্টে জমি কিনে বাড়ি করেছেন প্রদীপ। রয়েছে গাড়ি। তাঁর স্ত্রী চুমকীর নামে চট্টগ্রাম মহানগরে ছয়তলা বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট, একাধিক গাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের তথ্যও পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এরই মধ্যে তাঁদের অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চট্টগ্রাম কার্যালয়। একাধিক সূত্র দাবি করেছে, ভারতের আসামের রাজধানী গুয়াহাটি শহরের পল্টন স্টেশনের পাশে প্রদীপের দুটি অভিজাত বাড়ি রয়েছে।

১৯৯৫ সালে জোট সরকারের আমলে কক্সবাজারের শীর্ষস্থানীয় বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদের ঘনিষ্ঠ কর্মী বলে পরিচিত প্রদীপ পুলিশে উপপরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের আস্থাভাজন বনে যান প্রদীপ।

২০১৮ সালের মহেশখালী থানার ওসি থাকা অবস্থায় নিজেকে আওয়ামী লীগের মতাদর্শী প্রমাণে উপজেলা কমিটির সভায় নিয়মিত হাজির হতেন প্রদীপ। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীরা ছিলেন বিব্রত। তবে ক্ষমতাধর প্রদীপের ভয়ে কেউ আপত্তি জানাতে সাহস পাননি।

সূত্র- কালের কন্ঠ

অতিরিক্ত টিভি দেখায় স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ঝুঁকি বেশি!

বিগত মাস খানেক ধরে করোনা আতঙ্কের জেরে ঘরবন্দী হয়ে কাটাচ্ছেন বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ। স্বাভাবিক কারণেই তাই বেড়েছে ইন্টারনেটের ব্যবহার। একই কারণে টিভির সামনেও বিভিন্ন ধারাবাহিক, সিনেমা বা রিয়ালিটি শো দেখার ভিড় বেড়েছে। খবর জি নিউজের।

তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, অতিরিক্ত সময় টিভির সামনে যারা কাটান, তাদের মধ্যে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকটাই! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে ইউকে বায়োব্যাংক-এর একটি সমীক্ষার রিপোর্টে।

৩৭ থেকে ৭৩ বছর বয়সী মোট ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৬৬ জনের উপর এই সমীক্ষা চালায় ইউকে বায়োব্যাংক। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের টিভি দেখার প্রবণতা বেশি বা যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় টিভির সামনে কাটান, তাদের মধ্যে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি।

গবেষকদের মতে, কোনও ব্যক্তিরই দিনে ২ ঘণ্টার বেশি টিভি দেখা উচিৎ নয়। এই গবেষণা দলের প্রধান হামিশ ফস্টার জানান, অতিরিক্ত সময় টিভির সামনে বসে কাটানোর ফলে শুধু স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক নয়, অনিদ্রা, অবসাদের মতো একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

গবেষণা দলের প্রধান হামিশ ফস্টার জানান, কোনও ব্যক্তি যদি প্রতিদিন নিয়ম করে টিভি দেখার সময় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারেন এবং এর সঙ্গেই দিনে অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটাচলার অভ্যাস করতে পারেন, তাহলে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে ফেলা সম্ভব।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

চুয়াডাঙ্গায় ব্যতিক্রমী ফল-ফসলের চাষে সাফল্য পাচ্ছেন তরুণ চাষীরা

গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা। ছোট ছোট গাছে ঝুঁলে আছে অসংখ্য থাই জাতের পেয়ারা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের। একই গ্রামের বাসিন্দা মিঠু বিশ্বাস নিজ হাতে পরম মমতায় গড়ে তুলেছেন এসব ফলের বাগান।

এর পাশেই আছে কাগুজি লেবু, ড্রাগন ফল আর উন্নত জাতের কাশ্মীরী কুলের বাগান। ব্যতিক্রমী এসব চাষ করে ইতোমধ্যেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন মিঠু বিশ্বাস। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন দেশের মাটিতে অর্থকরী এসব চাষে ঝুঁকছেন।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে মাল্টা, থাই পেয়ারা, ড্রাগন ফলের চাষ। জেলার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা এসব চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। লেখাপাড়া শিখে অনেকেই চাকরি না খুঁজে যোগ দিচ্ছেন কৃষি কাজে।

এ কারণে জেলায় ব্যতিক্রমী চাষও বাড়ছে বছর বছর। তাদেরই একজন জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের তরুণ চাষী মিঠু বিশ্বাস। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বছর চারেক আগে ভাগ্য বদলাতে যোগ দেন কৃষি কাজে।

মিঠু বিশ্বাস বলেন, চাকরীতে সীমিত আয়ের জীবন। স্বাধীনতা কম। কৃষিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে অধিক আয়ের সুবর্ণ সুযোগ। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ছাড়া কৃষিতে তেমন ঝুঁকিও নেই। এ কারণে তিনি চাকরী ছেড়ে কৃষিতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি ১০ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন তার ক্ষুদ্র কৃষি খামার। এ খামার থেকে তিনি বছরে অন্তত ২০-২৫ লাখ টাকা লাভ করতে পারছেন।

মিঠু বিশ্বাসের মাল্টা বাগানে দেখা হয় জীবননগর শহরের বাসিন্দা জহিরুল ইসলামের সাথে। তিনি মিঠুর মিশ্র ফলের বাগান দেখতে এসেছেন।

তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক তরুণই ব্যতিক্রমী কৃষির মাধ্যমে সফল হচ্ছেন। মিঠুর সাফল্য নিজ চোখে দেখতেই তিনি তাঁর বাগানে এসেছেন। মিঠুর সাফল্য দেখে তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার চাষীরা বরাবরই ‘ইনোভেটিভ ফার্মার’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছেন। সে ধারাবাহিকতায় এ জেলায় অনেক ফসলই দেশের মধ্যে প্রথম চাষের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ জেলার মাটি ও আবহাওয়া কৃষির জন্য বিশেষ উপযোগী। এ কারণে স্থানীয় অনেক শিক্ষিত তরুণ অর্থকরী কৃষিতে ঝুঁকছেন। তারা ব্যতিক্রমী চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অন্যদিকে আমদানী নির্ভর অনেক ফল-ফসল এখন দেশের মাটিতে উৎপাদন হওয়ায় এসবের আমদানী নির্ভরতাও কমছে।

চুয়াডাঙ্গার কৃষি বিভাগ বরাবরই কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।